দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদে চুড়ান্ত বাজেট ঘোষণা

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের চুড়ান্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা ১২ টার সময় দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে পরিষদের হলরুমে এই চুড়ান্ত বাজেট ঘোষণা করেন সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ হযরত আলী।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে চুড়ান্ত বাজেটে সম্ভাব্য আই ও ব্যয় এর খসড়া অনুযায়ী ২৩-২৪ইং অর্থ বছরে রাজস্ব আয় ২৫ লক্ষ ০৩ হাজার ৭০০শ। উন্নয়ন হিসাব আয় ১কোটি ১১লক্ষ ৩০ হাজার ৮০০শ, সর্বমোট ১কোটি ৩৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫শত টাকার চুড়ান্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ হযরত আলীর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউপি সদস্য লিয়াকত আলী, সামসুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম, জাহিদুল ইসলাম, হাসান আলী, মোছাঃ রুপালি খাতুন, শাহানাজ খাতুন, হাসিনা খাতুনসহ ইউনিয়নের সকল ইউপি সদস্য ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের সচিব শামিম রেজা।

দামুড়হুদায় বিভিন্ন সড়কের উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্বোধন

দামুড়হুদায় বৃহত্তর কুষ্টিয়া প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সড়কের উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনের সাংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

আজ সোমবার সকাল ১০ টার সময় প্রথমে দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর আর এন্ড এইচ হতে দর্শনা ডিঙ্গেদহ সড়ক উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। পরে পর্যায়ক্রমে উপজেলার বড় দুধপাতিলা, কোমরপুর এবং

লক্ষিপুর গ্রামের সড়ক উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করেন।

এসময় তিনি বলেন বর্তমান সরকারের আমলে দেশে রাস্তাঘাট সহ সার্বিক বিষয়ে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। যেসকল উন্নয়ন হয়েছে তা এখন দৃশ্যমান। দেশের মানুষ এখন তার সুবিধা ভোগ করছে। এর আগে কোন সরকারের আমলে এতো রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হয়নি। তার পরেও বিরোধী দল চোখে কোন উন্নয়ন দেখতে পায়না।
এসময় তিনি আরও বলেন দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর হতে দর্শনা ডিঙ্গেদহ সড়কে প্রায় ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে ২৬৯২ মিটার, বড়দুধপাতিলা বটতলা মোড় থেকে জয়রামপুর মাঠ ভায়া বরিং মাঠ পর্যন্ত প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যায়ে ১০০০ মিটার, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কোমরপুর গ্রামের রবি ডাক্তারের বাড়ির সামনে থেকে ইউসুফ ফকিরের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যায়ে ৭৫০ মিটার, জুড়ানপুর ইউনিয়নের লক্ষিপুর লিয়াকত ডাক্তার এর বাড়ির সামনে থেকে ইব্রাহিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ব্যায়ে ১৫০০ মিটার সড়ক উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করা হলো। অতি দ্রুত এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হবে বলে আশা করেন তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ শহিদুল ইসলাম, উপজেলা প্রকৌশলী আ: রসিদ, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী আক্তারুল ইসলাম, আহসান হাবিব, নায়মুর রহমান, কার্যসহকারী রমজান আলী, অপুর্ব। হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলী আহাম্মেদ সোনা, সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খোকন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান বিপ্লব, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক রায়হানুল ইসলাম রায়হানসহ আওয়ামীলীগের স্থানীয় বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজটি বাস্তবায়ন করছে উপজেলা সড়ক ও জনপদ বিভাগ।

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে চুড়ান্ত বাজেট ঘোষণা

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের চুড়ান্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার বেলা ১১ টার সময় হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে পরিষদের চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এই চুড়ান্ত বাজেট ঘোষণা করেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে চুড়ান্ত বাজেটে সম্ভাব্য আই ও ব্যয় এর খসড়া অনুযায়ী ২৩-২৪ইং অর্থ বছরে ১কোটি ৮৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫শত ৮৫ টাকার চুড়ান্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়।

হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিনের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম, আ: হান্নান পটু, শাহজামাল, রিকাত আলী, জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা, আব্দুল্লাহ সেলিম, সাবিনা ইয়াসমিন, রওশনারা খাতুনসহ ইউনিয়নের সকল ইউপি সদস্য ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান টি সঞ্চালনা করেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সচিব নাঈম হোসেন।

দামুড়হুদা মডেল থানা পরিদর্শনে পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন

দামুড়হুদা মডেল থানা আকষ্মিক পরিদর্শন এবং আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করেন পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন। গতকাল রবিবার রাত ৮টার দিকে সরজমিনে তিনি পরিদর্শন করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন গতকাল রাত ৮টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানা আকস্মিক পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি অফিসার ও ফোর্সের সাথে থানা অধিক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ প্রবনতা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কথা বলেন। তিনি গুরুত্বপূর্ণ মামলার অগ্রগতি ও ওয়ারেন্ট নিষ্পত্তি নিয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স নির্দেশিত জনবান্ধন পুলিশী কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি সরূপ নিয়মিত কমিউনিটি পুলিশিং, ওপেন হাউজ ডে এবং বিট পুলিশিং সভা/উঠান বৈঠকের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এছাড়াও, তিনি দামুড়হুদা মডেল থানার ০১/০১/২০০৫ খ্রি: হতে মে/২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত মুলতবী মামলা সমূহের সিডিএমএস-এ এন্ট্রি কার্যক্রম পরিদর্শনকালে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত পুলিশ সদস্যদের আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম, ওসি (তদন্ত) শফিকুল ইসলাম, ওসি (অপারেশন) সফিউল আলম, সেকেন্ড অফিসার এসআই শেখর চন্দ্র মল্লিক, এসআই ওবায়দুর রহমানসহ থানার অফিসার বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় ‘জুলিও কুরি’ শান্তি পদক উপলক্ষে আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ‘জুলিও কুরি’ শান্তি পদক প্রাপ্তির ৫০ বছর উদযাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর মুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ, র্যালী, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল ৯টায় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, দামুড়হুদৃা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মনিরুজ্জামান, সহকারী ব্যান বেইস অফিসার আব্দুল কাদির, সহকারী শিক্ষা অফিসার ছবির উদ্দিন, যুব উন্নয়ন অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, প্রাণী সম্পদ সম্প্রসারণ অফিসার ডাক্তার রাকিব, দামুড়হুদা মডেল থানা তদন্ত ওসি শফিউল আলম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু, দামুড়হুদা বাজার কমিটির সভাপতি মাকসুদুর রহমান রতন প্রমূখ।

সভায় সভাপতি দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জুলিও কুরি পদকপ্রাপ্তির ৫০তম বছর। ১৯৭৩ সালের বঙ্গবন্ধুর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পদক তুলে দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালে এই অবিসংবাদিত নেতার নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। এর মাত্র দুই বছর পরে বিশ্বশান্তি পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধুকে ‘জুলিও কুরি’ পদকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করে।

বিশ্বশান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটির সভায় বিশ্বের ১৪০টি দেশের প্রায় ২০০ সদস্যের উপস্থিতিতে ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন, আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়কত্বের প্রেক্ষাপট বিবেচনায়, বঙ্গবন্ধুকে ‘জুলিও কুরি’ পদক প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্বশান্তি পরিষদ ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর পদক প্রাপক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম ঘোষণা করেন। পরের বছর ১৯৭৩ সালের ২৩ মে, এশীয় শান্তি সম্মেলনের এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে সেই পদক বঙ্গবন্ধুকে পরিয়ে দেন পরিষদের ততকালীন সেক্রেটারি জেনারেল রমেশচন্দ্র। সেই অনুষ্ঠানে রমেশচন্দ্র বলেছিলেন, ‘বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলার নন, তিনি বিশ্বের এবং তিনি বিশ্ববন্ধু। স্বাধীন বাংলাদেশে কোনো রাষ্ট্রনেতার এটিই ছিল প্রথম আন্তর্জাতিক পদক লাভ।

অনুষ্ঠান শেষে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

দামুড়হুদায় কৃষকদের মাঝে ২০টি ভ্যান বিতরণ

দামুড়হুদায় পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্পের (১ম সংশোধিত) আওতায় আইপিএম মডেল ইউনিয়ন এর দল ভিত্তিক ভ্যান বিতরণ করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০ টায় দামুড়হুদা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে দল ভিত্তিক ২০টি ভ্যান বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক এবং সদস্য এপিএ বিশেষজ্ঞ পুল কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষিবিদ ড: মোঃ হামিদুর রহমান।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন আমাদের বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর দেশ। তাই কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভর্তুকি দিয়ে কৃষি এবং কৃষককে বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমান বাংলাদেশে ফরমালিন ও বিশ বাদে নিরাপদ সবজি উৎপাদনে কাজ করছে সরকার। তারই ধারাবাহিকতায় দামুড়হুদা উপজেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে ২০টি গ্রুপে ২০টি ভ্যান দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে ২৫ জন সদস্য রয়েছে। আইপিএম মডেল ইউনিয়নে মোট ৫০০ জন নিরাপদ সবজি উৎপাদনকারী কৃষক কাজ করছে। এখানে সেক্স ফেরোমন ট্রাপ, আঠালো হলুদ ফাঁদ, আঠালো নীল ফাঁদ, মালচিং পেপার, নেট হাউজ, বায়ো পেস্টিসাইড ইত্যাদি কৌশল প্রয়োগ করে সবজি উৎপাদন করা হচ্ছে।
ক্ষতিকর রাসায়নিক বালাইনাশক প্রয়োগ না করে সবজি উৎপাদন হচ্ছে। যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ ও পুষ্টিকর।

উপজেলায় পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন এখন পরিবেশ বান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি উৎপাদনে দেশে একটি মডেল ইউনিয়ন। বাংলাদেশে মোট ২০টি ইউনিয়নে এভাবে নিরাপদ সবজি উৎপাদন হচ্ছে। আমাদের উপজেলায় তার মধ্যে পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন একটি।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে এসময়

বিশেষ অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মনিরুজ্জামান, পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সিআইজি কৃষক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাকিল হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা বালাইনাশক এসোসিয়েশনর সভাপতি মোঃ আঃ রাজ্জাক। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন উপসহকারী কৃষি অফিসার মোঃ আজহার উদ্দিন।

দামুড়হুদায় ভূমি সেবা সপ্তাহ’র শুভ উদ্বোধন

‘স্মার্ট ভূমি সেবায় ভূমি মন্ত্রণালয়’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দামুড়হুদা উপজেলায় ভূমি সেবা সপ্তাহ ২০২৩ উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ১০টার সময় উপজেলা ভূমি অফিস প্রাঙ্গণে সেবা সপ্তাহের উদ্বোধন করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) কবির হোসেন। ভূমি সেবা সপ্তাহ উদ্বোধন উপলক্ষে উপজেলা ভূমি কার্যালয় থেকে বর্ণাঢ্য র্যালি শুরু হয়ে দামুড়হুদা বাজারের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ভূমি অফিসে এসে শেষ হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন- দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রোকসানা মিতা, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সজল কুমার দাস, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, জুড়ানপুর ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তাবৃন্দ, ভূমি অফিসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ।
এসময় আয়োজকরা জানান, ভূমি সেবা সপ্তাহের মূল লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্বোধন করা স্মার্ট ভূমিসেবার মূল অংশীজন হিসেবে দেশের জনগণকে সম্পৃক্ত করা।

এছাড়া স্মার্ট ভূমিসেবা বিষয়ে সকলকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবগত করা ও ভূমি সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে নিজ নাগরিক অধিকারের ব্যাপারে সকলের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এ বছরের ভূমি সেবা সপ্তাহের মূল লক্ষ্য বলে জানান আয়োজকরা। ২২ মে থেকে ২৮ মে সপ্তাহব্যাপী উপজেলা ভূমি অফিস প্রাঙ্গণে এসে যে কেউ ভূমি সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য-পরামর্শ এবং সেবা নিতে পারবেন।

দামুড়হুদায় জুড়ানপুর সড়কের মাঝখানে বিদ্যুতের খুঁটি রেখেই চলছে রাস্তার কাজ

দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর-লক্ষিপুর সড়কের মধ্যে রাস্তার মাঝখানে ৩ টি বিদ্যুতের খুঁটি রেখেই সড়ক প্রশস্ত ও পাকা করার কাজ চলছে। রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য রাস্তার দুই পাশে গাছপালা কেটে ফেলা ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ হয়েছে। তবে রয়ে গেছে রাস্তার মাঝে বিদ্যুতের খুঁটিগুলো।

উপজেলার জুড়ানপুর ক্লাব মোড় পার হয়ে নুর হোসেনের বাড়ির সামনে ১টি, মাঝপাড়ার খলিলুর রহমানের বাড়ির পাশে ১টি ও পশ্চিমপাড়া কবরস্থানের পাশে ১টি বিদ্যুতের খুঁটি রয়েছে। বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারণের জন্য
সড়ক ও জনপথ বিভাগ বিদ্যুৎ বিভাগের অনুকূলে টাকা জমা দেওয়া হয়নি। ফলে বিদ্যুৎ বিভাগ খুঁটিও অপসারণ করেনি।সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সড়কের মাঝখানে খুঁটি রেখেই পাকা করার কাজ করছে। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছে যানবাহনের চালক ও স্থানীয়রা।

সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে জানা গেছে, সড়ক ও জনপদ বিভাগ জুড়ানপুর-লক্ষিপুর সড়কে প্রায় ২ কিলোমিটারের উভয়পাশে রাস্তা প্রশস্তকরণ ও পাকা করার কাজ করছে । প্রশস্ত ও পাকাকরণের জন্য প্রায় দেড় বছর আগে দরপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। রাস্তা প্রশস্ত করার ফলে বাজার থেকে পশ্চিমপাড়া পর্যন্ত ১১ হাজার ভোল্টেজ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ সংযোগের প্রায় ৩টি বৈদ্যুতিক খুঁটি

রাস্তার মধ্যে পড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাস্তার মাঝে খুটি রেখে রাস্তা পাকা করার কাজ চলছে। এটা যুক্তিযুক্ত নয়। এতে যে কোন সময়ে খুটির কারণে মারাত্মক দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই অতি দ্রুত এই খুটিগুলো অপসারণ করা দরকার। সকাল থেকেই হাজারো মানুষ, স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা যাতায়াত করে। এতে সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই সমাধান প্রয়োজন।

একাধিক শিক্ষার্থী বলেন, মাঝে মাঝে গাড়িতে যাতায়াত করার সময় বিদ্যুতের খুটির কারণে দূর্ঘটনার মুখোমুখি হয়ে পড়ি, দুটি গাড়ি সাইড নিতে পারে না। তাই দুর্ঘটনা এড়াতে বিদ্যুতের এই খুটি সরানো খুবই জরুরি। বিষয়টি নিয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সুদৃষ্টি কামনা করেন শিক্ষার্থীরা।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা প্রকৌশলী আ: রসিদ বলেন, অনেকবার জানিয়েছি বৈদ্যুতিক খুঁটি সরানোর জন্য। ওটা তো বিদ্যুৎ বিভাগের কাজ। আমরা চেষ্টা করেছি, বৈদ্যুতিক খুঁটি সরানোর জন্য তারা অনেক টাকা পয়সা চাই। আমাদেরতো কোন বরাদ্দ নাই। ওইসব স্থানে কাজ করতে আমাদেরও সমস্যা হচ্ছে। আমাদেরও দাবি বৈদ্যুতিক খাম্বা গুলো সরিয়ে নেওয়ার।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন, আমি সরেজমিনে পরিদর্শন করে এলজিইডি এবং পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করবো।

দামুড়হুদায় মাদক বিরোধী প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্টের

ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

“চলো যাই যুদ্ধে, মাদকের বিরুদ্ধে” এই স্লোগানকে সামনে রেখে দামুড়হুদায় মাদক বিরোধী প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বিকাল ৩ টার সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে মাদক বিরোধী প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্টে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খাঁন।

এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, চলো যাই যুদ্ধে মাদকের বিরুদ্ধে, খেলাধুলায় বাড়ে বল, মাদক ছেড়ে খেলতে চল। ফুটবল একটি জনপ্রিয় খেলা। মাদকের উপর আসক্তি কমানোর জন্যই মূলত এই মাদক বিরোধী প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গার ফুটবলের একটি ঐতিহ্য রয়েছে। এর হারানো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে। খেলাধুলা করলে মন ও শরীর উভয় ভালো থাকে। খেলাধুলা মাদক থেকে দূরে রাখে। সবারই নিয়মিত খেলাধুলা করা প্রয়োজন। মাদকের কড়াল থাবা থেকে বাঁচতে আগামী প্রজন্মকে মাদক থেকে দূরে রাখতে নিয়মিত খেলাধুলার আয়োজন করতে হবে। আপনার সন্তানদের নিয়মিত খোঁজ খবর নিবেন। তাদেরকে খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করিয়ে খেলাধূলার প্রতি মনযোগের জন্য সবাইকে উদাত্য আহবান জানান। জেলায় মাদকে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেন, এরই ধারাবাহিকতায় আগামীতে জেলার সবাইকে নিয়ে ডিসি গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হবে বলে তিনি বলেন। মাদকে যারা জড়িয়ে গেছেন তারা তিলে তিলে নিঃশ্বেস হয়ে যাবে। মাদকের কারনে কিশোর গ্যাং চুরি ছিন্তাই বৃদ্ধি পায়। এসময় তিনি খেলার আয়োজক কমিটিকে ধন্যবাদ জানান।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শরিয়ত উল্লাহ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম, ওসি তদন্ত সফিউল আলম, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আ: করিম বিশ্বাস, কুড়ালগাছি ইউপি চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, নতিপোতা ইউনিয়ন

পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, সদর ইউপি সদস্য সামসুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আরিফুল ইসলাম মিলন, দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহীদ আজম সদু প্রমুখ।

খেলায় মোট ৪টি দল অংশ গ্রহণ করেন। তারা হলেন নতিপোতা ইউনিয়ন একাদশ, মদনা একাদশ, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন একাদশ, কার্পাসডাঙ্গা একাদশ। একই দিনে সব দলের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সেমিফাইনাল খেলায় নতিপোতা ইউনিয়ন একাদশ ২-০ গোলে মদনা ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। পরে দামুড়হুদা ইউনিয়ন একাদশ ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন একাদশ এর মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় কোন দল গোল করতে না পারায় খেলাটি শুন্য গোলে ড্র হয় এবং খেলাটি ট্রাইবেকার পর্যন্ত গড়ায়। ট্রাইবেকারে দামুড়হুদা একাদশ ০১ গোল করে এবং কার্পাসডাঙ্গা একাদশ ০৩ গোল দিয়ে ফাইনালে উতীর্ণ হন। পরে কার্পাসডাঙ্গা বনাম নতিপোতা একাদশের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন একাদশ ১-০ গোলে নতিপোতা ইউনিয়ন একাদশকে হারিয়ে চাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। রানার্সআপ হয় নতিপোতা ইউনিয়ন একাদশ। খেলা শেষে প্রধান অতিথি চাম্পিয়ান দলকে চাম্পিয়ান টফি ও রানার্সআপ দলকে রানার্সআপ টফি প্রদান করেন।

খেলায় প্রধান রেফারির দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ মাসুদুর রহমান খোকন, সহকারী রেফারি ছিলেন, ইউসুফ আলী এবং তিতুয়ার রহমান। খেলায় ধারাভাষ্য দেন উদীয়মান ধারাভাষ্যকার মো: শামীম খাঁন।

দামুড়হুদায় অগ্নিকাণ্ডে মেসার্স সাইম ট্রেডার্স পুড়ে ভস্নীভূত

দামুড়হুদার চারুলিয়া গ্রামে সার ও কীটনাশকের দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী চারুলিয়া গ্রামের

পুলপাড়া এলাকার মৃত নজরুল মাষ্টারের ছেলে শওকত আলী(৬০)।

শুক্রবার দিবাগত রাত ৩ টার দিকে নিজ বাড়ির সাথে সার ও কীটনাশকের দোকানে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। এ সময় অগ্নিকাণ্ডে প্রায় অর্ধকোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ী শওকত আলীর।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গোডাউনে বৈত্যতিক তার ছিড়ে আগুন লাগতে পারে। শুক্রবার ভোর ৪ টার দিকে প্রথমে স্থানীয় এলাকাবাসীরা দেখতে পান। ততক্ষণে এক ঘন্টা ধরে আগুন জ্বলে পুড়ে গিয়েছিল বলে জানানো হয়। এসময় মসজিদে যাওয়া মুসল্লী ও প্রতিবেশীদের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে সার ও কীটনাশকের পুরো সার, বীজ ও কীটনাশকের গোডাউনে।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ শওগত আলী কান্না জড়িত কণ্ঠে জানান,আমার দোকানের ক্যাশবাক্সে থাকা নগদ প্রায় পাঁচ লাখ টাকা,হিসাব খাতাসহ সব মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আমি শেষ। আমার আর পুঁজি বলতে আর কিছুই রইল না। এই দোকানের কামাই রোজগার দিয়েই সংসার ও সন্তানের লেখাপাড়ার খরচ চালাতাম। এখন কি হবে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মনিরুজ্জামান মনি বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। আমি খবর পাওয়া মাত্রই পুড়ে যাওয়া ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করেছি। ক্ষতিগ্রস্থদের সার্বিক সহযোগিতার জন্যে সর্বাত্বক চেষ্টা করছি। তিনি আরো বলেন আমি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সু- দৃষ্টি কামনা করছি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য।